রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অধিভূক্ত

হেনরী ইনস্টিটিউট অব বায়োসায়েন্স এন্ড টেকনোলজি

সিরাজগঞ্জ

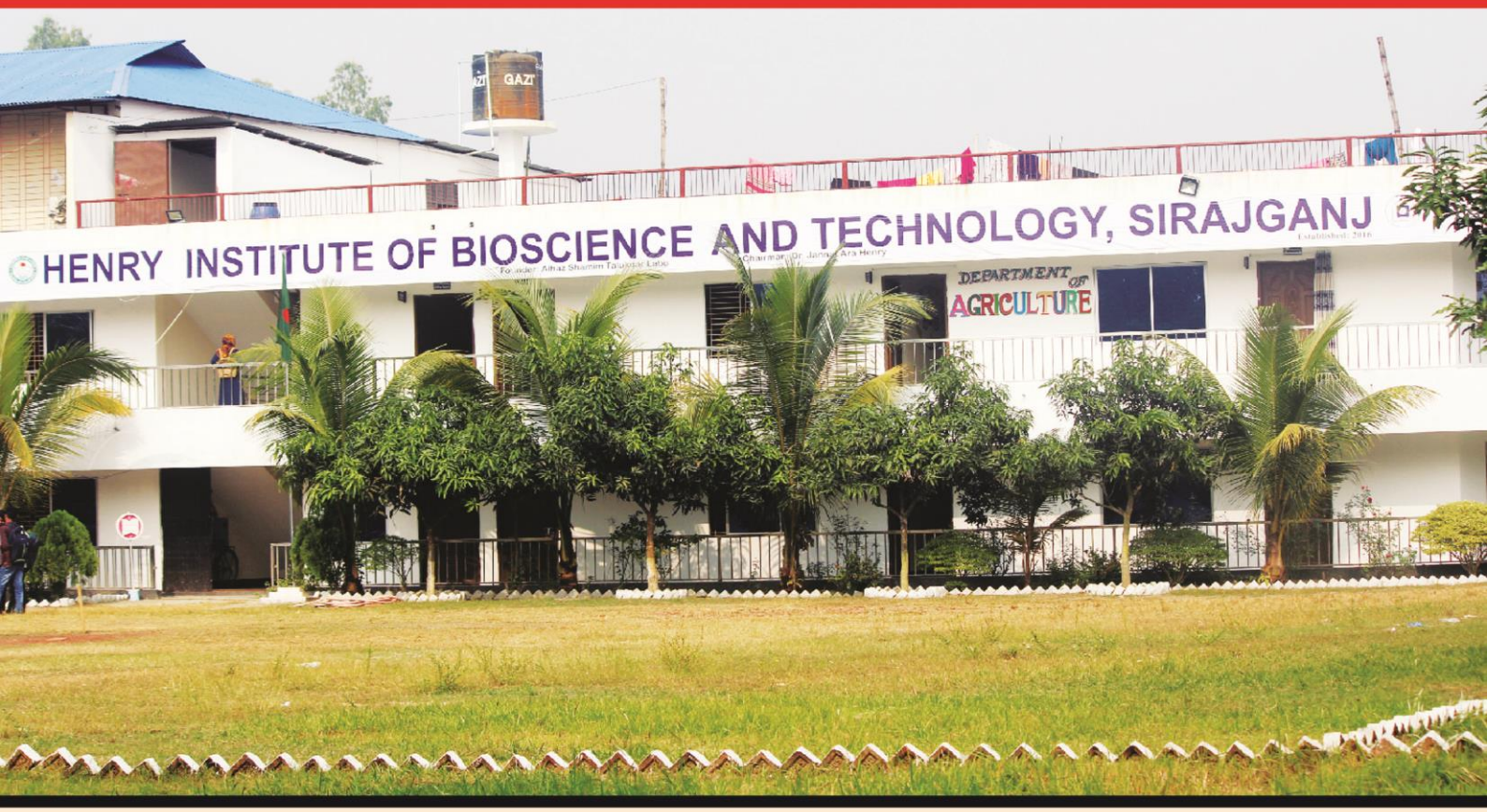

ভর্তি নির্দেশিকা

আবেদন ফরম সংগ্রহ ও ভর্তি সম্পর্কিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ ঃ

হেনরী ইনস্টিটিউট অব বায়োসায়েন্স এন্ড টেকনোলজি
নলিছা পাড়া, কাজিপুর রোড, সিরাজগঞ্জ-৬৭০০
ফোন :০২-৫৮৮৮৩১৭৮০, মোবাইল: +৮৮০১৭১৩১৬৯৬৫১

hibtrubd@gmail.com www.hibt.ac.bd

সম্মানিত চেয়ারম্যান
ড. জান্নাত আরা হেনরী
এইচ.আই.বি.টি, সিরাজগঞ্জ ।

সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা
আলহাজ্ব শামীম তালুকদার লাবু
এইচ.আই.বি.টি, সিরাজগঞ্জ ।

চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতার বাণী

লাখো শিক্ষার্থীর স্বপ্নের আশ্রয়স্থল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। এই স্বপ্নকে ত্বরান্বিত করতেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অধিভূক্ত করেছে। **"হেনরী ইনস্টিটিউট অব বায়োসায়েন্স এন্ড টেকনোলজি"** এদের মধ্যে অন্যতম। গবেষণা মাঠ, পুকুর সহ প্রায় ৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠানটি স্থায়ী ক্যাম্পাস, একটি দোতলা একাডেমিক ভবন-১ ও একটি মহিলা হল নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি ২০১৬ সালে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে একাডেমিক ভবন-২ উদ্বোধন হয়, যার কাজ শুরুর অপেক্ষায় রয়েছে। স্থায়ী ক্যাম্পাসটিতে রয়েছে সময়োপযোগী ও গবেষণাধর্মী ৪ টি বিভাগ। এগুলো হল-বি.এস.সি (অনার্স) ইন ফুড এন্ড নিউট্রিশনাল সায়েন্স, মাইক্রোবায়োলজি, ফিশারিজ ও এগ্রিকালচার বিভাগ।

গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের পাশাপাশি এখানে রয়েছে অত্যাধুনিক ও মানসম্মত বিভাগীয় ল্যাব-ফ্যাসিলিটি ও মেধাবী শিক্ষকবৃন্দ, সুপ্রশস্থ খেলার মাঠ, এগ্রিকালচার ও ফিশারিজ বিভাগের জন্য রয়েছে প্রদর্শনী প্লট ও পুকুর, ফলের বাগান, ক্যাফেটেরিয়া, বিভাগীয় বই সম্বলিত সেমিনার লাইব্রেরী ও একাডেমিক ভবন-২ (প্রস্তাবিত)। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজের সুবিধার্থে ক্যাম্পাসে রয়েছে নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের বাস্তব ও ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভাগ সমূহ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং এডুকেশনাল ট্যুরের আয়োজন করে থাকে। পাশাপাশি ভাল রেজাল্টধারীদের জন্য প্রত্যেক বছর স্কলারশীপেরও ব্যবস্থা রয়েছে। চীনের হুয়াজং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কোলাবোরেশন ও অধিভূক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের চেয়ে ভাল ফলাফল প্রতিষ্ঠানটিকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। চার বছরের অনার্স কোর্স শেষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে, ফলশ্রুতিতে চাকরির প্রতিযোগীতায় অনেক বেশী এগিয়ে থাকবে আমাদের গ্র্যাজুয়েটেরা। পাশাপাশি অনার্স শেষ করার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদেশী সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করার সুযোগ রয়েছে। পরিশেষে বলতে চাই, হেনরী ইনস্টিটিউট অব বায়োসায়েন্স এন্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ তথা বিশ্বব্যাপি যুগোপযোগী, দক্ষ, যোগ্যতাসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েট ও প্রযুক্তিবিদ তৈরিতে মাইলফলক সৃষ্টি করবে বলে প্রত্যাশা করছি।

চারটি বিভাগ, আসন বিন্যাস ও চাকরির ক্ষেত্রসমূহ ঃ

বি.এস.সি (অনার্স) ইন ফুড এন্ড নিউট্রিশনাল সায়েন্স বিভাগ (আসন সংখ্যা-৫০)

অপুষ্টিজনিত ব্যাধি বিশ্বব্যাপি বহুল আলোচিত একটি সমস্যা। বর্তমানে এই সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে, ফলশ্রুতিতে মানুষ আরো জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঝুঁকিতে পতিত হচ্ছে। সময় ও যুগের সাথে সমন্বয় রেখে আমাদের প্রতিষ্ঠান ফুড এন্ড নিউট্রিশনাল সায়েন্স বিভাগ চালু করেছে যেন এই বিভাগে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন স্নাতক ডিগ্রিধারী পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তিবিদ তৈরি করতে পারি যারা বাংলাদেশের মানুষকে পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশ থেকে অপুষ্টিজনিত ব্যাধি দূর করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ ও বাস্তব ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাঠ্যক্রমে খাদ্য উৎপাদন কারখানা ও পুষ্টি কার্যক্রম পরিদর্শন এবং গবেষণা কাজে লিপ্ত থাকার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ তথা বিশ্বব্যাপি অপুষ্টিজনিত রোগ প্রতিরোধকল্পে আমাদের বিভাগ যোগ্যতাসম্পন্ন পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তিবিদ তৈরিতে মাইলফলক সৃষ্টি করবে বলে প্রতিষ্ঠান প্রত্যাশা করে। **জব সেক্টরঃ** দেশীয় এবং মাল্টিন্যাশনাল ফুড এন্ড বেভারেজ কোম্পানি, পুষ্টি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন দেশী-বিদেশী সংস্থা (WHO, UNICEF, CARE, FAO), বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ক্যাডার ও নন- ক্যাডার পদে নিয়োগ, সকল ব্যাংক, সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (BCSIR; ICDDR,B; BRRI) বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরীর সুযোগ রয়েছে।

বি.এস.সি (অনার্স) ইন মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ (আসন সংখ্যা-৫০)

মাইক্রোবায়োলজি অত্যন্ত সময়োপযোগী বিষয় । ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক, শৈবাল এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুজীব এ বিভাগের মূল পাঠ্যবিষয়। এ বিভাগটিতে বেসিক টেকনিক ইন মাইক্রোবায়োলজি, এনভায়রনমেন্টাল মাইক্রোবায়োলজি, মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজি, ফুড মাইক্রোবায়োলজি, ডায়াগনস্টিক মাইক্রোবায়োলজি, ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়োলজি, এগ্রিকালচার মাইক্রোবায়োলজি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাইক্রোবায়োলজি ইত্যাদি বিষয়ে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। এই বিভাগ থেকে পাশ করার পর শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও আর্ন্তজাতিক মানের গবেষণা কেন্দ্র যেমনঃ আর্ন্তজাতিক উদারাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ছাড়াও স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় চাকরির সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া হসপিটাল ল্যাবরেটরি, ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, ফুড এন্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ, বায়োটেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রিজ ফার্ম, কেমিক্যাল এবং এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ এ ক্যারিয়ার তৈরির উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

বি.এস.সি (অনার্স) ইন ফিশারিজ বিভাগ (আসন সংখ্যা-৫০)

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ মৎস্য উৎপাদনকারী দেশ এবং ২০২০ সালে মিঠাপানির মৎস্য উৎপাদনে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের মোট ইলিশ উৎপাদনের ৮৬% উৎপাদিত হচ্ছে বাংলাদেশে যা সম্ভব হয়েছে মৎস্য গবেষক এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের অবদানের কারণে। দেশের জনগণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য সেক্টরের অবদান অনস্বীকার্য। তাই ক্রমবর্ধমান আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্যবিজ্ঞান স্নাতক ডিগ্রী ধারীদের জন্য বহুমাত্রিক কর্মক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে। মৎস্য বিজ্ঞানে অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীরা মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, একুয়াকালচার, মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ফিশারিজ জেনেটিক্স এন্ড ব্রিডিং, ফিশারিজ বায়োলজি, মৎস্য সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে। স্নাতক সম্পন্ন করে শিক্ষার্থীরা বি সি এস পরীক্ষার মাধ্যমে টেকনিক্যাল ক্যাডারে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন সরকারি সংস্থা যেমনঃ মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ, সরকারি ব্যাংকসমূহ এবং বেসরকারি সংস্থা যেমনঃ ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, শিখা, টি.এম.এস.এস, আর.ডি.আর.এস, মৎস্য হ্যাচারী, মৎস্যখাদ্য ও মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, বেসরকারি ব্যাংক সমূহে চাকুরীর সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও World Fish Center, FAO, UNDP, CARE প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার পাশাপাশি গবেষণা, সম্প্রসারণ এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য মৎস্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে যোগদান করতে পারেন।

বি.এস.সি (অনার্স) ইন এগ্রিকালচার বিভাগ (আসন সংখ্যা-৫০)

বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় খাত হচ্ছে কৃষি। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে যেমনঃ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র দূরীকরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তায় এই খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বি.সি.এস-এ কৃষিবিদেরা টেকনিক্যাল ও সাধারণ উভয় ক্যাডারে আবেদনের সুযোগ পাওয়ায় দেশের সব কর্মক্ষেত্রে যোগ দিতে পারবেন। কৃষি অনুষদ থেকে স্নাতক সম্পন্ন করে শিক্ষার্থীরা বি.সি.এস- এর মাধ্যমে কৃষি বিষয়ে শিক্ষকতা, জেলা/উপজেলা গুলোতে কৃষি কর্মকর্তা পদে যোগদান করেন। সরকারি কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমনঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মৃত্তিকা গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ গম গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ চা, তুলা, ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট ইত্যাদিতে এবং বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যেমনঃ ব্র্যাক, সিনজেন্টা, এসিআই, লালতীর বীজ কোম্পানী ফোরা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কৃষি বিষয়ে কৃষি ডিগ্রি অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের উচ্চ বেতনে চাকুরীর সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেমন- ইরি, ইউএন, এফএও, ইউএনডিপি, আইএফএডি, কেয়ার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মক্ষেত্র হিসাবে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। সর্বোপরি সরকারী ও বেসরকারী চাকুরী এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য এটি যুগোপযোগী একটি বিষয়।

কেন হেনরী ইনস্টিটিউট অব বায়োসায়েন্স এন্ড টেকনোলজিতে ভর্তি হবেন?

- শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন খাতে ১০-১০০% স্কলারশীপ (বৃত্তি) সুবিধা।
- আমাদের রয়েছে নিজস্ব ক্যাম্পাস, গবেষণা মাঠ, পুকুর, সেমিনার লাইব্রেরী, ক্যাফেটেরিয়া, শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যাবস্থা ও আধুনিক ল্যাব সুবিধা।
- ইন্সটিটিউটটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়।
- ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের ভর্তির পর সরাসরি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক এবং অভিন্ন কোর্স-কারিকুলাম/সিলেবাসে পাঠদান করা হয়।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এবং অত্র ইনস্টিটিউটের শিক্ষকগণ ক্লাস নিয়ে থাকেন।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একই ফরমে ফরম ফিলাপ আর একই দিনে, একই প্রশ্নপত্রে সেমিষ্টার ফাইনাল পরীক্ষা হয়। প্রশ্নপত্র এবং খাতা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সরবরাহ ও মুল্যায়ন করে থাকে।
- লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মেধা ও মানবিক গুনাবলী (এগ্রিকালচার স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন, মাইক্রোবায়োলজি ক্লাব, ফিসারিজ ক্লাব, নিউট্রিশন ক্লাব, ডিবেটিং ক্লাব, ইংলিশ স্পোকেন ক্লাব, স্পোর্ট ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং আর্তমানবতার সেবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম) বিকাশের যাবতীয় সুযোগ রয়েছে।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মূল সার্টিফিকেট প্রদান করে। ইন্সটিটিউট থেকে অনার্স ডিগ্রী সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে অংশগ্রহন করে মূল শিক্ষাসনদ গ্রহন করতে পারবে।
- ইন্সটিটিউট থেকে অনার্স ডিগ্রী সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীরা সরাসরি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে ভর্তি হতে পারবে, তখন আবাসিক হলে থাকতে পারবে এবং ক্যাম্পাসের সকল সুযোগ-সুবিধা পাবে।
- সবশেষে অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রী সম্পন্ন করে সরকারী, বেসরকারী চাকুরীসহ দেশ-বিদেশে স্কলারশীপ নিয়ে উচ্চতর গবেষণার (এম-ফিল, পিএইচডি) সুযোগ রয়েছে।

ভর্তির যোগ্যতাঃ

যে কোন বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি ফলাফল প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মোট ন্যূনতম জিপিএ-৭.০ থাকতে হবে, তবে এককভাবে কোনটিতেই জিপিএ -৩.০ এর কম কোনভাবেই গ্রহনযোগ্য হবে না। উল্লেখ্য চার (০৪) বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা (ফুড, হেলথ, কৃষি, ফিসারিজ, ম্যাটস, ফার্মেসী, প্যাথলজি) পরীক্ষায় উত্তীর্ন শিক্ষার্থীবৃন্দ আবেদন করতে পারবে।

ভর্তির সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঃ

- SSC I HSC এর মূল মার্কশিট।
- SSC/HSC এর মূল সার্টিফিকেট।
- HSC এর প্রবেশ পত্র ও রেজিস্ট্রেশন কার্ডের ফটোকপি।
- অভিভাবক এর NID কার্ডের ফটোকপি।
- নিজের Birth certificate/NID এর ফটোকপি।
- রঙিন ছবি ২ কপি (পাসপোর্ট সাইজ)

ভর্তির নিয়মাবলীঃ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃক নীতিমালার আলোকে ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইট বা সরাসরি ভর্তি ফরম সংগ্রহপূর্বক নির্ধারিত সময়ে ভর্তির আবেদনের মাধ্যমে ভর্তি হতে হবে। মেধাক্রম অনুসারে শুন্য আসনসমূহ পূরণ করা হবে। ভর্তি বিষয়ক সকল তথ্য-উপাত্ত, ফরম ও প্রাতিষ্ঠানিক যাবতীয় বিষয়সমূহ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।